দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..27 DEC 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

144

শিক্ষার জন্য অভিবাসন

প্রাচীনকাল হতে মানুষ দেশ থেকে বিদেশে নিজেদের প্রয়োজনে পাড়ি জমাত। ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ইত্যাদি কারণে অভিগমন করত। প্রাচীনকালে দেশান্তরের সময় তেমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কালের বিবর্তনে এ প্রক্রিয়া জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত অভিবাসনকারীর সংখ্যা তেমন বাড়েনি। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষার চাহিদা বাড়তে থাকে। এ সময়ে শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছে। পরবর্তীতে

নাজমুল হক

১৯৮৫ সালের পর অভিগমনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, উচ্চ শিক্ষার জন্য আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে অভিভাবকরা দ্রুত হারে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাতে শুরু করে। যে সকল শিক্ষার্থী বাংলাদেশে পছন্দমাফিক ভর্তির সুযোগ পায় না তাদের বেশির ভাগই কোনমতে সামর্থ্য থাকলে পড়ালেখার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। বর্তমানে এ প্রক্রিয়ার অভিবাসন অতি সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিক্ষার্থীরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। একটি হিসাব দেখা যায় ৪০০১ জন অভিবাসনকারীর মধ্যে ঢাকা শহর হতে সর্বাধিক এর পর চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ হতে গিয়েছে, যার শতকরা হার যথাক্রমে ৪২.০, ৪.১ এবং ৩.৪%। যা মোট অভিবাসনকারীদের অর্ধেক। এ সকল শহর শিক্ষা ও শিল্পভিত্তিক বলে এখানে শিক্ষার হার বেশি। অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল বলে এখান হতে সবচেয়ে বেশি অভিবাসন করেছে। এছাড়া দেখা যাচ্ছে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলা হতে অধিক হারে অভিবাসন করেছে।

এ সকল অভিবাসনকারী যে সব দেশে যাচ্ছে তাদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ভারত, যার হার ৬৪.৫০%। এরপর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সাইপ্রাস, রাশিয়া ও যুক্তরাজ্য। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা যাবার প্রধান কারণ তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত ও পরে নাগরিকত্ব নিয়ে থেকে যাবার সম্ভাবনা। সাইপ্রাসে খন্ডকালীণ, চাকরি রাশিয়ার উন্নত শিক্ষা ও সরকারের সহায়তাজনিত কারণে শিক্ষার্থীরা বেশি যায়।

বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষার ঐতিহ্য অভিবাসনে সহায়তা করে। একটি জরিপ অনুসারে অধিকাংশ অভিবাসনকারীর পিতা বা অভিভাবকের শিক্ষা স্তর স্নাতক বা তদূর্ধ যাদের হার ৭৯.৩৮%. বাকি ২০.৬২% শিক্ষার স্তর উচ্চ মাধ্যমিক বা তার নিম্নে। অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা ৫৬.৯২% উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ব্যবসায়ী শতকরা ৩৮.৯০%, অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছে ৪.১২%।

যে সমস্ত পরিবারের সন্তানরা বিদেশে পড়তে যায় তাদের বেশির ভাগরই পারিবারিক আয় ১০,০০০-২০,০০০টাকার মধ্যে, যার হার ৫০%। ৫০,০০০/= হতে ১ লাখ টাকা আয় হয় এমন অভিভাবকের হার ১২.২%। ১ লাখ টাকার উপরে এবং ১০,০০০/= টাকার নিচে আয় হয় এমন পরিবারের হার খুবই নগণ্য।

অভিবাসনকারীদের পারিবারিক সদস্য সংখ্যা ২-৫ জন, যার শতকরা হার ৮১%। বাকি শতকরা ১৯.৬% পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬-১০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।